Registerd NO. 52

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৪৫৭ সংখ্যা
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২
শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেযোবহুদায়ী বহুপাক্য আস। সহ সর্ব্বতআবসথান্ মাপযাঞ্চক্রে সর্ব্বতএব মেহত্স্যন্তীতি ॥ ১

'জানশ্রুতিঃ হ' জনশ্রুতস্যাপত্যং পুত্রস্য পৌত্রঃ 'পৌত্রায়ণঃ' সএব 'শ্রদ্ধাদেয়ঃ' শ্রদ্ধাপুরঃসরমেব ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ 'দেয়ঃ' অস্যেতি শ্রদ্ধাদেয়ঃ 'বহুদায়ী' প্রভূতং দাতুং শীলমস্যেতি বহুদায়ী 'বহুপাক্যঃ' বহুপক্তব্যমহন্যহনি গৃহে যস্যাসৌ বহুপাক্যঃ। এবং গুণসম্পন্নোহসৌ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ বিশিষ্টে দেশে কালে চ কস্মিংশ্চিৎ 'আস' বভূব। 'সঃ হ' 'সর্ব্বতঃ' সর্ব্বাসু দিক্ষু গ্রামেষু নগরেষু চ 'আবসথান্' এত্য বসন্তি যেষিত্যাবসথাস্তান্ 'মাপযাঞ্চক্রে' কারিতবান্ ইত্যর্থঃ। 'সর্ব্বতঃ এব' 'মে' মম অন্নং তেষ্বাবসথেষু বসন্তঃ' 'অত্স্যন্তি' ভক্ষতি 'ইতি' এবমভিপ্রায়ঃ ॥ ১

পূর্ব্বকালে শ্রদ্ধাবান্ বহুদানশীল, বিতরণার্থে বহুপাককারী জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সকল দেশ হইতে লোকেরা আমার নিকট অন্ন আহার করিবে এই অভিপ্রায়ে সকল দিকেই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসোহংসমভ্যুবাদ। হো হোয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাংক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২

তত্রৈবং সতি রাজনি তস্মিন্ হর্ম্ম্যতলস্থে 'অথ' 'হ', 'হংসাঃ', 'নিশায়াং' রাত্রৌ 'অতিপেতুঃ' পতিতবন্তঃ 'তৎ' তস্মিন্ কালে 'হ' 'এবং হংসঃ' তেষাং পততাং হংসানামেকঃ 'হংসং' পতন্তং তং 'অভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান্ 'হো হোয়ি' ভো ভো ইতি সম্বোধ্য 'ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ' ইতি আদরং দর্শয়ন্ যথা পশ্য পশ্যাশ্চর্য্যমিতি তদ্বৎ। 'জানশ্রুতেঃ পৌত্রাযণস্য' 'সমং' তুল্যং 'দিবা' দ্যুলোকেন 'জ্যোতিঃ' 'আততং' ব্যাপ্তং 'তং' সঞ্জনং শক্তিং তেন জ্যোতিষা 'মা প্রসাংক্ষী' সম্বন্ধং মা কার্যীরিত্যর্থঃ। 'তৎ' জ্যোতিঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মা প্রধাক্ষীঃ ইতি' মা আদহত্বিত্যর্থঃ ॥ ২

এই সময়ে এই জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের আলয়ে নিশিযোগে হংসেরা আসিয়া পতিত হইল। তাহার মধ্যে একজন হংস অন্য হংসকে কহিল, ওহে ওহে, দেখ দেখ, স্বর্গের জ্যোতির ন্যায় জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তাহার সংশ্রব করিও না। সেই জ্যোতি যেন তোমাকে দগ্ধ না করে। ২

তমুহপরঃ প্রত্যুবাচকম্বরএনমেতৎসন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যোনুকথং সযুগ্বারৈক্ক ইতি ॥ ৩

তং উ হ' উক্তবন্তং 'পরঃ' ইতরঃ 'প্রত্যুবাচ' অরে 'বরঃ' নিকৃষ্টোঽয়ং রাজা বরাকঃ তং কং উ 'এনং এতৎ সন্তং' কেন মাহাত্ম্যেনোক্তং সন্তমিতি। 'সযুগ্বানং ইব রৈক্কং' সহ যুগ্যয়া গন্ত্র্যা বর্ত্ততইতি সযুগ্বা-রৈক্কঃ তং ইব 'আথ ইতি' এনং। অননুরূপমস্মিন্নযুক্তমীদৃশং বক্তুরৈক্কইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ইতরশ্চাহ। 'যঃ নু কথং সযুগ্বা রৈক্কঃ ইতি'॥ ৩

এই কথা শুনিয়া অন্য হংস তাহাকে বলিল, ওরে এই রাজা অতি নিকৃষ্ট, তাহাকে তুমি সযুগ্বা রৈক্কের সদৃশ করিয়া বলিতেছ। তাহাতে সে জিজ্ঞাসা করিল, তবে সেই সযুগ্বা রৈক্ক কি প্রকার লোক। ৩

যথা কৃতায়বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎস বেদ সময়েতদুক্ত ইতি॥ ৪

'যথা' লোকে 'কৃতায়' কৃতোনাম যোদ্যূতসময়ে প্রসিদ্ধাশ্চতুরঙ্কঃ স যদা জয়তি দ্যূতে প্রবৃত্তানাংতস্মৈ 'বিজিতায়' তদর্থমিতরে ত্রিদ্বোকাংকাঃ 'অধরেয়াঃ' ত্রেতাদ্বাপরকলিনামানঃ 'সংযন্তি' সংগচ্ছন্ত্যন্তর্ভবন্তি। চতুরঙ্কে কৃতা যে ত্রিদ্বোকাঙ্কানাং বিদ্যমানত্বাদন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা এবং দৃষ্টান্তঃ 'এবং এনং' রৈক্কং কৃতায়স্থানীয়ং ত্রেতাদিস্থানীযং 'সর্ব্বং' 'তৎ অভিসমেতি' অন্তর্ভবতি রৈক্কে। কিং তৎ 'যৎকিঞ্চ' লোকে সর্ব্বাঃ 'প্রজাঃ' 'সাধু' শোভনং ধর্ম্মজাতং 'কুর্ব্বন্তি' তৎসর্ব্বং রৈক্কস্য ধর্ম্মেঽন্তর্ভবতি তস্য চ ফলে সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মফলমন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। তথাঽন্যোঽপি কশ্চিৎ 'যঃ' 'তৎ' বেদ্যং 'বেদ' কিং তৎ 'যৎ' 'সঃ' রৈক্কঃ 'বেদ' তদ্বেদ্যমন্যোঽপি যোবেদ তমপি সর্ব্বপ্রাণিধর্ম্মজাতং তৎফলঞ্চ রৈক্কমিবাভিসমেতীত্যনুবর্ত্ততে। 'সঃ' এবম্ভূতোরৈক্কোঽপি 'ময়া এতৎ উক্তঃ'। ৪

যে প্রকার কৃত নামক পাশ্বির চতুরঙ্কের মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই তিন অধরেয় নামক অঙ্ক সংশ্লিষ্ট থাকে তদ্রূপ লোকে যাহা কিছু সাধু কর্ম্ম করে তাহা সকলই রৈক্কেতে যাইয়া প্রযুক্ত হয়। অন্য যে কেহ যে কিছু বেদ্য বস্তু জানে, তাহা সেই যাহা কিছু তিনি জানেন। সেই রৈক্কই আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছেন। ৪

যদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণউপশুশ্রাব সহ সঞ্জিহানএব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারেহ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাথেতি যোনু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি॥ ৫

'যং উহ' তদেতদীদৃশং হংসবাক্যং 'উপশুশ্রাব' শ্রুতবান্ হর্ম্ম্যতলস্থোরাজা 'জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ'। 'সঃ হ' রাজা 'সঞ্জিহান এব' শয়নং নিদ্রাং বা পরিত্যজন্নেব 'ক্ষত্তারং' সমীপস্থং স্তুতিকর্ত্তারং 'উবাচ' 'অঙ্গারে' হে বৎসারে 'হ' 'সযুগ্বানং রৈক্কং আথ ইতি' গত্বা মম তদ্দিদৃক্ষা তদৈব। 'ইব' শব্দোঽবধারণার্থেঽনর্থক বা বাচ্যঃ। স চ ক্ষত্তা রাজ্ঞৈবকোক্ত আনেতুং তচ্চিহ্নং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ 'যঃ নু কথং সযুগ্বা রৈক্কঃ ইতি' অবোচৎ। ৫

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ হর্ম্ম্যতল হইতে হংসের এই বাক্য শুনিলেন। তিনি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই সমীপস্থ স্তুতিকর্ত্তাকে কহিলেন, ওরে বৎস, সযুগ্বা রৈক্কের বিষয় আমাকে বল। ইহাতে সে কহিল, কি প্রকার সে যাহার নাম সযুগ্বা রৈক্ক। ৫

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ সময়ৈতদুক্ত ইতি॥ ৬

'যথা কৃতায় বিজিতায় অধরেয়াঃ সং যন্তি' 'এবং এনং সর্ব্বং তৎ অভিসমেতি যৎকিঞ্চ প্রজা সাধু কুর্ব্বন্তি' 'যঃ তৎবেদ যৎ সঃ বেদ' 'সঃ ময়া এতৎ উক্তঃ ইতি' সএতৎ ভল্লাক্ষবচনং অবোচৎ॥ ৬

যে প্রকার কৃত নামক পাশ্বির চতুরঙ্কের মধ্যে ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই তিন অধরেয় নামক অঙ্ক সংশ্লিষ্ট থাকে, তদ্রূপ লোকে যাহা কিছু সাধুকর্ম্ম করে তাহা সকলই রৈক্কেতে যাইয়া প্রযুক্ত হয়। অন্য যে কেহ যে কিছু বেদ্য বস্তু জানে তাহা সেই যাহা তিনি জানেন। সেই রৈক্কই আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছেন। ৬

স হ ক্ষত্তাঽন্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তংহোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমচ্ছেতি॥ ৭

'সঃ হ ক্ষত্তা' নগরং গ্রামং বা গত্বা 'অবিন্দ্যা'

রৈক্কং 'ন অবিদং' নব্যজ্ঞাশিষং 'ইতি' 'প্রত্যোয়ায়' প্রত্যাগতবান্ 'তং' ক্ষত্তারং রাজা 'হ উবাচ' 'অরে' 'যত্র' 'ব্রাহ্মণস্য' ব্রহ্মবিদ একান্তেঽরণ্যে নদীপুলিনাদৌ বিবিক্তে দেশে 'অন্বেষণা' অনুমার্গণং ভবতি 'তং' তত্র 'এনং' রৈক্কং 'অচ্ছ' গচ্ছ তত্র মার্গণং কুর্বিত্যর্থঃ ॥ ৭

সেই স্তোতা গ্রাম নগরাদি অন্বেষণ করিয়া রৈক্ককে পাইল না অতএব প্রত্যাগমন করিল। তখন রাজা তাহাকে বলিলেন যে ওরে, যেখানে ব্রাহ্মণের অন্বেষণ পাওয়া যায় এমন স্থানে রৈক্ককে অনুসন্ধান কর। ৭

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কর্ষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বারৈক্ক ইত্যহংহ্যরা ৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮

ইত্যুক্তঃ 'সঃ' ক্ষত্তাঽন্বিষ্য তং বিজনে দেশে 'অধস্তাৎ' 'শকটস্য' গন্ত্র্যাঃ 'পামানং কর্ষমাণং' কণ্ডূয়মানং দৃষ্ট্বাঽয়ং নূনং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি সমীপে 'উপবিবেশ' বিনয়েনোপবিষ্টবান্। 'তং হ' চ রৈক্কং 'অভ্যুবাদ' 'ত্বং নু' ত্বমসি 'ভগবঃ' হে ভগবন্ 'সযুগ্বা রৈক্ক ইতি' এবং পৃষ্টঃ 'অহং' অস্মি 'অরা' অরে 'ইতি হ' অনাদরএব 'প্রতিজজ্ঞে' অভ্যুপগতবান্। 'সঃ হ ক্ষত্তা' তং বিজ্ঞায় 'অবিদং ইতি' বিজ্ঞাতবানস্মীতি 'প্রত্যেয়ায়' প্রত্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৮

সেই স্তোতা অরণ্যে শকটের নিম্নে কণ্ডূয়মান্ রৈক্ককে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করিল। এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, হে ভগবন্, তুমিই কি সযুগ্বা রৈক্ক। হাঁ—রে—আমিই, এই বলিয়া তিনি উত্তর দিলেন। সেই স্তোতা তখন আমি জানিয়াছি এই ভাবিয়া প্রত্যাগমন করিল। ৮

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

তদুহ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ ॥ ১

'তং উহ' ঋষের্গার্হস্থং প্রত্যভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা ধনার্থিতাঞ্চ, 'জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ' 'ষট্ শতানি গবাং' 'নিষ্কং' কণ্ঠহারং 'অশ্বতরীরথং' অশ্বতরীভ্যাং যুক্তং 'তৎ' 'আদায়' গৃহীত্বা 'প্রতিচক্রমে' রৈক্কং প্রতিগতবান্ 'তং' চ গত্বা 'হ' 'অভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান্ ॥ ১

ইহাতে, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয় শত গরু, কণ্ঠহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ, এই সকল লইয়া রৈক্কের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন। ১

রৈক্কেমানি ষট্শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনুম এতাং ভগবোদেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি ॥ ২

হে 'রৈক্ক' 'ইমানি ষট্শতানি গবাং' তুভ্যং ময়া নীতানি 'অয়ং নিষ্কঃ' 'অশ্বতরীরথঃ' এতদ্ধনমাদৎস্ব 'ভগবঃ এতাং দেবতাং' 'অনুশাধি' উপদেশেন মামনুশাধীত্যর্থঃ 'যাং দেবতাং' ত্বং 'উপাস্সে ইতি'। ২

হে রৈক্ক এই ছয় শত গরু, এই কণ্ঠহার, এই অশ্বতরী-যোজিত রথ আপনি গ্রহণ করুন। এবং হে ভগবন্ আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন আমাকে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন। ২

তমুহ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদুহ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩

'তং উহ' এবমুক্তবন্তং রাজানং 'প্রত্যুবাচ' 'পরঃ' রৈক্কঃ 'অহ' ইত্যয়ং নিপাতো বিনিগ্রহার্থো যোঽন্যত্রেহত্বনর্থকঃ। 'হারেত্বা' হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্ত্রী সেয়ং হারেত্বা 'গোভিঃ সহ তবএব অস্তু' তবৈব তিষ্ঠতু 'হে শূদ্র ইতি'। 'তৎ উহ' মহর্ষের্মতং জ্ঞাত্বা 'পুনঃ এব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ' 'গবাং সহস্রং' অধিকং 'নিষ্কং অশ্বতরীরথং 'দুহিতরং' আত্মনঃ তৎ আদায় প্রতিচক্রমে' ॥ ৩

রৈক্ক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে শূদ্র হারের সহিত গরু-সকল তোমারই থাকুক। ইহাতে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ পুনরায় আর সহস্র গরু, কণ্ঠহার, অশ্বতরীযোজিত রথ এবং স্বীয় দুহিতা এই সকল লইয়া গমন করিলেন। ৩

তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথং ইয়ং জায়াঽয়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ সাধীতি ॥ ৪

'তং হ' বৈক্কং 'অভ্যুবাদ' হে 'রৈক্ক' 'ইদং সহস্রং গবাং অয়ং নিষ্কঃ অশ্বতরীরথঃ' 'ইয়ং জায়া' মম দুহিতা জায়ার্থং নীতা 'অয়ং গ্রামঃ' 'যস্মিন্ আসেস' তিষ্ঠসি স চ ত্বদর্থে ময়া কল্পিতঃ। তদেতৎ সর্ব্বমাদায় 'অনুশাধি এব মা' ভগবঃ ইতি' ॥ ৪

এবং রৈক্ককে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রৈক্ক এই সহস্র গরু, এই হার, এই অশ্বতরীযোজিত রথ, এই জায়া এবং এই গ্রাম যাহাতে আপনি বাস করিতেছেন গ্রহণ করুন এবং হে ভগবন্ আমাকে উপদেশ প্রদান করুন্। ৪

তস্য হ মুখমুপোদ্গৃহ্নন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি তে-হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা ঊবাস স তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫

'তস্যাঃ হ' জায়ার্থমানীতায়ারাজ্ঞোদ্ভুহিতুঃ 'মুখং' দ্বারং বিদ্যায়া দানে তীর্থং 'উপোদ্গৃহ্নন্' জানন্ 'উবাচ' উক্তবান্ 'আজহার' আহৃতবান্। 'ইমাঃ' গাবোযচ্চান্যদ্ধনং তৎ সাধ্বিতি হে 'শূদ্র'। 'অনেন এব' পূর্ব্ববৎ মুখেন বিদ্যাগ্রহণতীর্থেন 'আলাপয়িষ্যথা' আলাপয়সি 'ইতি' মাং ভাষয়সীত্যর্থঃ। 'তে হ এতে' গ্রামাঃ 'রৈক্কপর্ণা নাম' বিখ্যাতা 'মহাবৃষেষু' দেশেষু 'যত্র' যেষু গ্রামেষু 'ঊবাস' বাসোষিতবান্ রৈক্কস্তান্ গ্রামানদাৎ 'অস্মৈ' রৈক্কায় রাজা 'সঃ' রৈক্কঃ 'তস্মৈ' রাজ্ঞে ধনং দত্তবতে 'হ' কিল 'উবাচ' বিদ্যাং ॥ ৫

স্ত্রীবিনিময়ে বিদ্যাদান উচিত, ইহা জানিয়া রৈক্ক কহিলেন, হে শূদ্র, এই সকল ধন গৃহীত হইল। এক্ষণে এই স্ত্রীরূপ মুখ দ্বারা আমার সহিত আলাপ কর। মহা বৃষ দেশে রৈক্কপর্ণা নামক গ্রাম সকল যেখানে রৈক্ক বাস করিতেন রাজা তাঁহাকে সে সকল দিলেন। পরে তিনি রাজাকে বিদ্যার উপদেশ দিলেন। ৫

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার।

বর্ত্তমান সময়ে নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও সমাদর দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। লোকে যত মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা, মহত্ত্ব, সারবত্তা, ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া উহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ উচ্চ ধর্ম্ম তাহা কখন পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মধ্যে কেন, সুশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও সাধারণতঃ প্রচারিত হইবে না। এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক তাহা আজ কাল নানা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও সমাদর দ্বারা স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে।

ভারতবর্ষই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্মস্থান। দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর হইল এই ধর্ম্ম এখানে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই কালের মধ্যে উহা যতদূর প্রচারিত হওয়া উচিত ততদূর হয় নাই বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীগণের সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা ব্রাহ্ম মাত্রেরই আনন্দের কারণ এবং ভবিষ্যতে ঐ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিস্তৃতির পক্ষে আশাপ্রদ।

ইউরোপে যাঁহারা আজ কাল একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ান নামে অভিহিত হয়েন তাঁহাদিগের অধিকাংশের মত গুলি এমন কি কোন কোন মণ্ডলীর প্রায় সকল মত গুলিই ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্মত। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটলণ্ড ও আয়রলেণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে তিন শত ষাট জন তদ্দেশীয় খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদী আচার্য্য একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন। ইহাদিগের অনুবর্ত্তীর সংখ্যা বহুল এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকার অন্তর্ভূত ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স প্রদেশে খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ ক্রমশঃ অধিকতররূপে প্রচারিত ও সমাদৃত হইতেছে। এই একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টের প্রতি অযথা ভক্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ যে দুই একটি মতে বিশ্বাস করেন তাহাও তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিবেন তাহার নিদ-

র্শন পাওয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই অনেকগুলি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সমাজ এবং তাঁহাদিগের একেশ্বরবাদী আচার্য্যেরা সম্পূর্ণরূপে উক্ত দুই একটি মত পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্ম হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব-নাম অর্থাৎ "একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ান" নাম পরিত্যাগ করেন নাই। এইরূপ একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যে ফাদার সফিল্ড একজন প্রধান। ইনি ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রিডিং নামক নগরে একেশ্বরবাদী উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্য। ইনি পূর্ব্বে রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজক ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মবাদী চার্লস বয়েসী সাহেবের অনুরোধে উক্ত স্থানের একেশ্বরবাদীরা ফাদার সফিল্ডকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

প্রায় দশ বৎসর হইল সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা ব্রহ্মবাদী বয়েসী সাহেব লণ্ডন নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বয়েসী মহোদয়ের যত্নে ও চেষ্টায় লণ্ডনে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি বয়েসী সাহেব ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাদরের বৃদ্ধি দেখিয়া লণ্ডন নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। ব্রহ্মবাদী বয়েসী সাহেব যেরূপ সুবিজ্ঞতা ও সুবাগ্মিতার সহিত প্রতি রবিবার লণ্ডন ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, এবং খ্রীষ্টীয় মতের দূষিত ভাব, হীনতা, অযৌক্তিকতা ও অসম্ভবপরতা দেখাইয়া দিতেছেন তাহাতে আশা করা যায় যে অচিরে অনেক কৃতবিদ্য ইংরাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইবেন। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বেডফোর্ড ও ক্লার্কানওয়েল নগরদ্বয়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেডফোর্ড ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রোল্যাণ্ড হীল্ সাহেব, এবং ক্লার্কানওয়েল ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত পীটার ডিন্ সাহেব। ইউরোপের অপর কএকটি দেশে ব্রাহ্মসমাজ আছে। হলাণ্ডে একটি এবং ইটালীদেশে রোম নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। বেলজিয়মে একটি সংস্থাপিত হইবে তাহার সঙ্কল্প হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলাণ্ডেও ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটি সমাজের মতসমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্মত হইলেও তাঁহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করেন নাই। মহাত্মা ব্রহ্মবাদী থিওডোর পার্কারের সময়ে আমেরিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বীজ রোপিত হইয়াছে তাহা ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ এফ্রিকাতে লিব্রাণ্ড নামক একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ওলন্দাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। বয়েসী সাহেব বলেন যে জর্ম্মেনী ও ইংলণ্ডপ্রবাসী বহুসংখ্যক সদ্বিদ্বান ইহুদিরা প্রকৃত ব্রাহ্ম এবং বহুসংখ্যক সামান্য শিক্ষিত ইহুদির মত এই যে ইহুদি-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন প্রভেদ নাই। বয়েসী সাহেব আরও বলেন যে বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে প্রত্যেক দশ জনের মধ্যে পাঁচ জন গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান, তিন জন ব্রহ্মবাদী এবং অবশিষ্ট দুই জন নাস্তিক, সংশয়বাদী অথবা অন্য কোন মতাবলম্বী। কিছুকাল হইল পারস্য দেশে এক দল ব্রাহ্মধর্ম্মমতাবলম্বী উদিত হইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ হইতে এই মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। পারস্যরাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এই দলভুক্ত ছিলেন। আমাদিগের পাঠকবর্গ অবশ্য অবগত আছেন যে পারস্যদেশে

বহুকালাবধি "সুফী" নামক ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী। হাফেজ ও জেলালুদ্দীন রুমি নামক সুপ্রসিদ্ধ পারসীক কবিদ্বয় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি জাপানদেশে "শীনসিন" নামক একটি নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা বৌদ্ধধর্ম্মের সমুন্নত আকার এবং অতি সামান্য বিভিন্নতাসত্তে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরূপ। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু শীনসিন্ ধর্ম্মাবলম্বীগণ অনন্তত্ব নিরাকারত্ব প্রভৃতি ঐশ্বরিক গুণ বুদ্ধে আরোপ করিয়া বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর-ভাবে পূজা করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে "অমিত" অর্থাৎ অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

উপরে আমরা বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর নানা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের যে বিবরণ দিলাম তাহা পাঠ করিলে কোন্ ব্রাহ্মের হৃদয় না হর্ষে পুলকিত হয়, এবং এক কালে সমস্ত পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে এবং সকল মনুষ্য ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইয়া সেই সর্ব্বজাতি-পিতা-মাতা ঈশ্বরের উপাসনা করিবে কোন্ ব্রাহ্মের হৃদয়ে না এই আশা প্রদীপ্ত হয়। উপরের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কে না আশাপূর্ণ হৃদয়ে ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কবের সহিত সমস্বরে বলিবেন; "ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ভবিষ্যৎকালের ধর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্ম হইবে। উহা মিসর দেশের পিরামিড্ নামক বিশাল স্তম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। উহার ভিত্তি মনুষ্য-প্রকৃতির ন্যায় বিস্তৃত হইবে, এবং যতই প্রবাদ-মূলক ধর্ম্মমত সকল স্বস্ব সঙ্কীর্ণ ভিত্তি-ভূমি হইতে পতিত হইয়া সময়রূপ বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত হইবে এবং যতই ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিশাল স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে থাকিবে ততই উহার শিখরদেশ গগন-মার্গে উত্থিত হইবে।" * আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি শ্রদ্ধেয়া কুমারী কবের এই ভবিষ্যদ্বাণী যেন শীঘ্র সফল হয়।

বেদান্ত দর্শন।

কূটস্থ চৈতন্য ও আভাস চৈতন্য।

১৭৯৯ শকের ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদান্তদর্শন নামক প্রস্তাবের নিম্নভাগের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

১। বেদান্তশাস্ত্র জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে যেরূপ উচ্চভাবে দৃষ্টি করেন তাহা পরম মুক্তির ভাব। জীব যদি নিমেষার্দ্ধকাল সে ভাবের ধ্যান ও ধারণা করিতে পারেন তবে এইখানেই ব্রহ্মলাভে সক্ষম হন। বেদান্তের বিচার এই যে, যেমন নেত্রের সহিত জ্যোতির নিকট সম্বন্ধ না থাকিলে নেত্রে দর্শন-শক্তি প্রস্ফুটিত হইত না, সেইরূপ জীব-চৈতন্যের সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যরূপ পরজ্যোতির নিকট-সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাত্মাতে আত্মবুদ্ধির উদয় হইত না। জীবের বাসনা-নিহিত এবং সন্নিধিবর্ত্তী প্রকৃতি হইতে যেরূপ জীবেতে ইদং ও অহং ভাব উদিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান জন্য জীবের

* Theism will be the Faith of the future, the religion of Humanity, the Pyramid whose base shall be as wide as the whole nature of man and whose summit shall rise higher and higher towards the heavens as the generations of the future build it up and as the obelisks of traditional creeds fall from their narrow foundations and are buried under the sands of time.'

Frances Power Cobbe's Dawning Light.

আত্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। ঐ আত্মবুদ্ধি পরমাত্মনিষ্ঠ বিধায় মোক্ষের হেতু, এবং ইদং ও অহং বুদ্ধি প্রকৃতি-নিষ্ঠ বিধায় ভব-বন্ধনের কারণ।

২। মানবগণের কল্যাণকামী শাস্ত্র ইহাই চান যে, জীব, প্রকৃতির অনুগত ইদং ও অহংবোধরূপ অকিঞ্চিৎকর সম্পৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচৈতন্যানুগত আত্মবোধের অনুরাগী হন। কেননা প্রকৃতি মায়ামাত্র। প্রকৃতির পরিণাম-স্বরূপ বাহ্য-বস্তু ও মানসিক বৃত্তি সমুদয়ই মায়া, সমস্তই অসার। সে সমস্ত বস্তু ও বৃত্তিকে এখন যেমন দৃষ্টানুভব হইতেছে বস্তুতঃ তাহা তাহাদের স্বরূপ নহে। সে সমস্ত আবির্ভাবই পরিবর্ত্তনশীল এবং তেজঃ ও কাচে বারি-বুদ্ধির ন্যায় ব্রাহ্মী-শক্তি-স্বরূপিনী প্রকৃতির বিকার মাত্র। কিন্তু যে ব্রহ্মচৈতন্য আত্মবুদ্ধির প্রকাশক, তিনিই আবার ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক ভাগেরও মূল আশ্রয়। অতএব যে অহং ও ইদং বুদ্ধি পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির অচিরস্থায়ী ভাব বা আবির্ভাব মাত্র, তাহাকে জীবনের সার না করিয়া অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মচৈতন্যাশ্রিত আত্মবুদ্ধিকে ধারণ করিতে হইবেক।

৩। এই প্রকার সাধন দ্বারা "ব্রহ্মচৈতন্যই আত্মার আত্মা" এই অদ্বয় বুদ্ধি জীবাত্মাতে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে এবং তদিতর রাজ্যধন, পরিবার, বিদ্যানৈপুণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধাধীন যে আমিত্ব, মমত্ব ও অনাত্ম-বোধ যাহাকে শাস্ত্রে দ্বৈত জগৎ কহে তাহার মায়িকত্ব অনুভূত হইবেক। জীব যতই প্রকৃতির সেবা করেন ততই তাঁহার জীবত্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া উঠে, এবং ততই তিনি প্রকৃতিরই পরিণাম-বিশেষকে আমি ও আমার বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যধ্যানে, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে, জীব ব্রহ্মরূপ পরম ধাতু দ্বারা সংগঠিত হন, এবং ব্রহ্মেতেই আপনার স্বরূপত্ব ও মমত্ব দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৪। আলোক ও দৃশ্য বস্তু এই দুইটি পদার্থের মধ্যে আলোকই যেমন নেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিঃ ও প্রকৃতি এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিই জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই ব্রহ্মচৈতন্য-জ্যোতিকে শাস্ত্রে দুইভাগে দৃষ্টি করেন। জ্যোতিঃ যেমন একভাগে স্বয়ম্প্রকাশ, ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ একভাগে স্বয়ম্প্রকাশ। আবার জ্যোতিঃ যেমন আর একভাগে প্রত্যেক আকৃতিতে তদাকারাকারিত হইয়া তাহার প্রকাশক হয় ব্রহ্মচৈতন্যও সেইরূপ আর একভাগে প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে এবং প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে তদাকারাকারিত হইয়া সেই সমস্ত আবির্ভাবের প্রকাশক হন।

৫। যদি নেত্র সম্মুখে থাকে তবে জ্যোতিঃ তাহাতে তদাকারাকারিত হইয়া তাহাকে প্রকাশ করিবেই করিবে। যদি নেত্র না থাকে, তবে জ্যোতিঃ স্বয়ম্প্রকাশমাত্র থাকিবে। জ্যোতির যে নেত্র-প্রকাশকাংশ তাহা নেত্রের আকারাকারিত বিধায় বিকৃত কিন্তু জ্যোতির স্বয়ম্প্রকাশাংশ বিশুদ্ধ ও অবিকৃত। সেইরূপ জীবচৈতন্যের সদ্ভাবে ব্রহ্মচৈতন্য তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ও তাঁহার প্রকাশক; কিন্তু জীবের অসদ্ভাব কল্পনা করিয়া দেখ তদবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বয়ম্প্রকাশ মাত্র দেখিবে। ব্রহ্মচৈতন্যের জীবাত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক যে অংশ তাহা জীবাকারাকারিত সুতরাং বিকৃত এবং নানা। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশাংশই তাঁহার নির্ম্মল স্বরূপ, একমাত্র রূঢ়, বিশুদ্ধ, ও অবিকৃত।

৬। ব্রহ্মচৈতন্যের ঐ স্বয়ম্প্রকাশাংশের নাম কূটস্থ চৈতন্য এবং প্রত্যেক জীবচৈতন্যে তাঁহার জীবাকারাকারিত ও জীবের আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক অংশের নাম আভাসচৈতন্য। এই আভাসচৈতন্যরূপ সর্ব্বভুবন-প্রকাশক পরম জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক পরব্রহ্মের স্বীয় শক্তির প্রভাবরূপ জীব ও জড় জগৎ সত্তারূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল সত্তা সদাকাল একরূপী নহে। জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জন্য ইহকাল পরকালে এবং জাগ্রৎস্বপ্নাদি নানা অবস্থায় নীয়মান হইতেছেন এবং বাহ্য জগৎ কালসহকারে নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মচৈতন্য আভাসরূপে তাহাদিগের প্রকাশক হইয়া আছেন। কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি আবার স্বয়ম্প্রকাশ ও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে স্বয়ং তাহাদের অতীত রহিয়াছেন, যেমন কর্ম্মকারশালায় একমাত্র নাভি-লৌহের আশ্রয়ে সকল লৌহ রূপান্তর লাভ করে, কিন্তু সেই নাভি স্বয়ং একরূপেই সদা স্থিতি করে, সেইরূপ একরূপে সদাস্থিত অবিকৃত ব্রহ্মচৈতন্যের আশ্রয়ে নামরূপ অবস্থাদি বিকারের সহিত এই জীব ও জড় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। ঐ নাভি লৌহের নামান্তর কূট। তদনুসারে ব্রহ্মচৈতন্যের ঐ একরূপে সদাস্থিত, অপরিচ্ছিন্ন, অবিকৃত এবং আভাসাতীত অংশের নাম কূটস্থ চৈতন্য। আর আভাসচৈতন্য সেই কূটস্থের পরিচ্ছেদ মাত্র।

৭। অন্তঃকরণে যত বৃত্তি আছে তাহাতে আভাসচৈতন্য দর্শনেন্দ্রিয়ব্যাপী জ্যোতির ন্যায় মিশ্রিত হইয়া আছেন। আভাসমিশ্রিত সেই বৃত্তি সকল আভাসচৈতন্যের গুণে কেবল আপনারাই অনুপ্রকাশিত হয়। তাহারা অন্যের সত্তাকে প্রকাশ করে না। অখিল সত্তাকে এককালীন সামান্যতঃ প্রকাশ করা কেবল কূটস্থ চৈতন্যের ধর্ম্ম। কূটস্থ চৈতন্য জীবকে ও তদীয় অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহকে প্রকাশ করণার্থ যখন বিশেষ বিশেষ জীবে ও তাহাদের সেই সমস্ত বৃত্তিতে আভাসরূপে প্রতিফলিত হন, তখনই জীবাত্মবুদ্ধির অথবা অহংভাবের উদয় হয়।

৮। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মচৈতন্যের দুই ভাগ। এক কূটস্থ এবং দ্বিতীয় আভাসচৈতন্য। এখন বলা যাইতেছে যে জীবচৈতন্যেরও দুই ভাগ। এক প্রাকৃতিক জীব, দ্বিতীয় আভাসচৈতন্যমিশ্রিত জীব। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক জীবাংশে জীবচৈতন্য জড়বৎ, কিন্তু আভাসচৈতন্য দ্বারা অনুভাসিত জীবচৈতনাই ব্যবহারিক জীব-শব্দের বাচ্য। এই ব্যবহারিক জীব প্রাকৃতিক জীবত্ব ও আভাসচৈতন্য এই দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যমাত্র। ইনিই লোকান্তরগামী ও সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভাগী। কিন্তু তাঁহাতে যে কূটস্থ চৈতন্যের পরিচ্ছেদরূপী আভাসচৈতন্য আছেন তাহা প্রকাশকমাত্র। ফলভোক্তা নহেন। ফলতঃ জীব তাঁহাকে ব্যবহার দ্বারা আত্মারূপে প্রকাশ পান। আর স্বয়ং কূটস্থ চৈতন্য অব্যবহার্য্য ও অবিকারী।

৯। উক্ত আভাসমিশ্রিত হইয়া কেবল জীবেরই জীবত্ব হয়। নতুবা কূটের পরিচ্ছেদ মাত্রেই যে জীবত্ব উৎপন্ন করে এমত নহে। ঘটাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আভাসরূপী কূট-পরিচ্ছেদের জীবত্ব হয় না। কেবল জীবাবচ্ছিন্ন আভাসই আত্মারূপে প্রকাশ পান। সেই আভাসের সহিত বা তদীয় অপরিচ্ছিন্ন সমষ্টি-ভাবস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যের সহিত জীবের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নাই। কেবল আভাসের সহিত জীবের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ আছে। এই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধই প্রাকৃতিক জীব

ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদজ্ঞাপন করিতেছে।

১০। জীব আর ব্রহ্মে এতই ভেদ। জীব ছায়া-স্বরূপ, ব্রহ্ম আতপ-স্বরূপ; জীব নয়ন-স্বরূপ; ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ; জীব ভোক্তা-স্বরূপ, ব্রহ্ম সাক্ষী-স্বরূপ। জীব ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকারে কূট-পিষ্ট লৌহের ন্যায় নানা আকার ধারণ করিতেছেন কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্য আভাসরূপে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও স্বয়ং অবিকৃত রহিয়াছেন। এত যে ভেদ তথাপি তাঁহারা উভয়ে অভেদ বলিয়া কতই কোলাহল হইতেছে। শাস্ত্রে, চতুষ্পাঠীতে, পরমহংসাশ্রমে এবং শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীদিগের গৃহে সর্ব্বত্রই ঐ কোলাহল শ্রুত হয়।

১১। ব্রহ্মের আভাস ও জীব উভয়ে মিশ্রিত থাকাতে দ্রষ্টা তাহার একে অন্যের অধ্যাস করেন। যাঁহার দৃষ্টি পারমার্থিক তিনি কেবল আভাসরূপী ব্রহ্মই দর্শন করেন এবং জীবেতে ব্রহ্মের অধ্যাসপূর্ব্বক জীবকে ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জীব কিছুই নহে। ব্রহ্মের আভাস-রূপ জ্যোতিঃ ব্যতীত জীবাত্মবুদ্ধির উদয়ই হয় না। সুতরাং সেই ব্রহ্মবাদী বলেন যে জীব ব্রহ্মই। পুনশ্চ যাঁহার দৃষ্টি সাংসারিক এবং যাঁহার প্রকৃতিসম্বন্ধাধীন জীবত্ব-ব্যবহার নিবৃত্ত হয় নাই, উক্ত আভাসরূপী ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি তাঁহার কোন নিষ্ঠাই নাই। যদিও আভাসচৈতন্য দ্বারা জীব প্রতিভাসিত হইতেছেন তথাপি তিনি মনে করেন জীবই সর্ব্বেসর্ব্বা। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে আভাসও জীবরূপে গণ্য হইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে জীবও আভাস নহেন, আভাসও জীব নহেন। আভাস কেবল জীবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতামাত্র। জ্যোতিঃ যেমন নেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইহা সেই রূপই।

১২। প্রকৃত প্রস্তাবে জীব ব্রহ্ম উভয়-সযুজা সখাস্বরূপ। তাঁহাদের পরস্পর ভেদই তত্ত্বজ্ঞান। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এবং ধ্যান সমাধিতে জীবত্ববোধের তিরস্কার ও কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা। সে অবস্থায় কেবল অদ্বয় ব্রহ্মই প্রতীয়মান হয়েন। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টিতে জীব ব্রহ্ম-বোধ-বিহীন হইয়া আপনাকে কেবল প্রকৃতির বিকারস্বরূপ অহঙ্কাররূপেই দর্শন করেন। এতাদৃশ মূঢ়দিগের দৃষ্টিকে অপকৃষ্ট দর্শন হইতে উৎকৃষ্ট দর্শনের যোগ্য করিবার জন্য বেদান্তই একমাত্র অঞ্জন-শলাকা।

১৩। বেদান্তের উপদেশ এই যে, আভাস চৈতন্যই যখন জীবের জীবন, জ্যোতিঃ ও সত্তাপ্রকাশক তখন আভাসই মুখ্য জীব অথবা বিশুদ্ধ আত্মা। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উদ্দালক যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে আভাস চৈতন্যই যে পরিশোধিত জীবাত্মা এই অর্থই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। উক্ত মহাবাক্যের দ্বারা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কহিতেছেন—হে শ্বেতকেতো! তুমি ব্রহ্ম। এই উক্তি পারমার্থিক। এস্থলে "তুমি" শব্দ শ্বেতকেতুর জীবাত্মাতে জীবন ও আলোক-স্বরূপ যে আভাস চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কোন প্রাকৃতিক জীবকে নহে। ঐ আভাস চৈতন্য কূটস্থ ব্রহ্ম-চৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্র, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার সহিত ব্রহ্ম-চৈতন্যের ভেদ নাই। সুতরাং এই পারমার্থিক সম্বোধনে "তুমি ব্রহ্ম" উক্তিতে দোষ হয় নাই। এতদনুসারে ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে "জীব ব্রহ্মে এক" এই বিশুদ্ধ ভাব চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

১৪। আভাস চৈতন্য হইতে জীবকে

ব্যতিরেক করিয়া দৃষ্টি করিলে যে জীব অবশিষ্ট থাকেন তাঁহার নিজের চেতন যে কিরূপ তাহা শাস্ত্রেও বর্ণিত হয় নাই এবং ধ্যান-দ্বারাও অনুভব করা যায় না। কেন না তাহা সর্ব্বতোভাবে আভাসের সহিত অন্বিত রহিয়াছে এবং তাহার সর্ব্বভাগেই আভাসের মুখ্যত্ব অনুভূত হয়। তবে কেবল প্রকৃতি-সম্বন্ধাধীন কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উপলক্ষ করিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ তাঁহাকে চিদাভাস-বিহীন করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সেই দুরবস্থা উপস্থিত হয়, যেমন জ্যোতিঃ-বিহীন হইলে চক্ষুর হইয়া থাকে।

১৫। তার্কিকেরা পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে কূটস্থ চৈতন্যের আভাস জীবেতে মিশ্রিত হইয়া জীবেতে যে প্রকার জীবাত্মরূপ চৈতন্য উদয় করে, জীব রূঢ়রূপে তাদৃশ চৈতন্যযুক্ত হইয়া পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন এবং সে সম্পূর্ণ চৈতন্য জীবের নিজের একথা বলিলে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে—

১৬। প্রথমতঃ অন্ধকারস্বরূপ জীবেতে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের এতাদৃশ নিগূঢ়াবস্থান এবং শাস্ত্রের সেই সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধের যেরূপ নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহাতে এমত কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে উক্ত চিদাভাস জীবের সহিত একই এবং জীবের স্বীয় সম্পদস্বরূপ। তথাপি শাস্ত্রে কহেন যে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম সৃষ্টিতে সাক্ষী এবং অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান আছেন। যেমন সর্ব্বত্রে সেইরূপ জীবেতেও। তিনি জীবেতে সখা, অন্তর্যামী, ও অন্তর্জ্যোতিরূপে বিরাজমান। যদি এইরূপে বর্ত্তমান না থাকিয়া তিনি কোন দূরস্থ স্বর্গলোকে বাস করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সত্তা ও স্বরূপে ক্ষুদ্রত্ব অর্পিত। অতএব তাঁহার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকাই সঙ্গত।

১৭। দ্বিতীয়তঃ যদি এমত বল যে তাঁহার সর্ব্বত্রাবস্থান স্বীকার করি, কিন্তু তাঁহার আভাস জীবেতে কেন মানিব? জীবকে যথাবৎ পূর্ণ বলিয়া কেন স্বীকার না করি? ইহার উত্তর এই যে, চক্ষুর যথাবৎ পূর্ণতা যেমন জ্যোতির অধিষ্ঠানে সম্পাদিত হয়, জীবেরও পূর্ণতা সেইরূপ চিদাভাস জন্য হইয়া থাকে। জ্যোতির সম্মুখে যেরূপ পদার্থ মাত্রের রূপ প্রকাশ পায় এবং আধারগুণে জ্যোতিঃ যেমন নানা বর্ণের রূপ প্রকাশ করে, আভাসরূপী কূটস্থ চৈতন্যের অধিষ্ঠানে তদ্রূপ যে যেমন পদার্থ সে তেমনি প্রকাশ পায়। সেই আভাসকর্ত্তৃক জড় বস্তু সত্তারূপে এবং জীব আত্মারূপে বিকশিত হইয়া উঠে।

১৮। তৃতীয়তঃ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতে পার যে যদি আভাসরূপী কূটস্থ চৈতন্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সাক্ষিত্ব জন্যই অচেতন পদার্থের বর্ত্তমানতা ও জীবের চৈতন্যোদয় স্বীকার করা যায় তবে ঐ কূটস্থ চৈতন্যের ও তদীয় আভাসের অতিরিক্ত আবার সৃষ্টি-কল্পনা কি নিমিত্তে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে কেবল সাক্ষিত্ব, অধিষ্ঠাতৃত্ব, অন্তর্যামিত্ব, অস্তিত্ব ও বিদ্যমানত্বই ব্রহ্মের সম্পূর্ণস্বরূপ নহে।—তাঁহার ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া প্রভৃতি বিস্তর ধর্ম্ম তাঁহাতে বিরাজ করে। তাঁহার সেই সকল ধর্ম্মাধীন সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাঁহার অন্তর্যাম্যাদি ধর্ম্মাধীন তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

১৯। চতুর্থ, যদি তিনি সৃষ্টিকালেই জীবকে আভাস-নিরপেক্ষ-ভাবে একেবারে সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন তাহা হইলে জীব তাঁহার সত্তাকে আর ভোগ করিতে পারিতেন না। অনন্ত কাল যাবৎ তদবস্থাপন্ন থাকিয়া যাইতেন। কিন্তু জীবেতে ব্রহ্মের চিদাভাস বর্ত্তমান থাকায় জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠা

জন্মে, উত্তরোত্তর সেই ভাবের ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মেতেই অনুরাগ হয়। ব্রহ্মেতে যত অনুরাগের বৃদ্ধি হয় ততই প্রকৃতি-জনিত অহঙ্কার নষ্ট হয়। ততই ক্রমে জীবেতে ব্রহ্মত্ব সম্পাদিত হয়।

২০। অতএব জীবেতে পরমেশ্বরের চিদাভাসরূপে অধিষ্ঠান কেবল সৃষ্টি-প্রকাশের নিমিত্তে নহে, কিন্তু জীবের পরমোপকারের নিমিত্তে। বাহ্য জ্যোতি লাভ করিয়া চক্ষু যেরূপ শক্তিসম্পন্ন হয়, চক্ষু যদি একেবারে সেই শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইত তবে জ্যোতির প্রয়োজন থাকিত না। তদ্রূপ জীব স্বয়ংসিদ্ধরূপে সৃষ্ট হইলে ব্রহ্মজ্যোতির আবশ্যক হইত না। সে অবস্থায় স্বয়ংসিদ্ধ জীব আপনাকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে স্বীয় সখাপদে বরণ করিতে অক্ষম হইত।

২১। অতএব আত্মাস্বরূপ সেই সখাকে লইয়াই আমাদের আমিত্ব। তাঁহাকে লইয়াই আমরা জীব। তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পারি। তিনি মাতা, পিতা, সখা, প্রহরীর ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়া জীব যদি সর্ব্বাবয়বসম্পন্নও হইতেন তথাপি তাঁহার সেই মহিমা হইত না যাহা তাঁহার সংস্পর্শে হইয়াছে।

২২। এই সব কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে যুক্তিযুক্তরূপেই জীব-হৃদয়ে ব্রহ্ম-চৈতন্য-নিষ্পাদিত চিদাভাসের জাজ্বল্যমান অধিষ্ঠান দৃষ্ট করিয়াছেন। জীবব্রহ্মের এই সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং সেই অমৃতায়মান সম্বন্ধ মধ্যে চিদাভাসরূপী হৃদয়নাথের পরম-মুখ্য আত্মত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবেতে ব্রহ্মাত্মভাব উপার্জ্জিত হয়, ব্রহ্মবোধবিহীন সংসার বাসনা ও প্রকৃতির বন্ধন নিবৃত্ত হয় এবং শুক্তিস্বরূপ অমুখ্য জীবত্ব প্রকৃতির মায়াময় অন্ধ কারাগৃহ হইতে নিস্তার পাইয়া রত্নকল্প ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া থাকে।

সূর্য্য।

যে অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, অসীম জ্যোতির্ম্ময় অংশুমালী আমাদের নেত্র ঝলসিয়া, আলোকে আলোকে দিক্‌দিগন্ত প্রজ্বলিত করিয়া প্রতিদিন আকাশ-পথে বিচরণ করে, তাহারি উত্তাপ-প্রভাবে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষচালনা হইতে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত-শৃঙ্গের ধূলিকরণ পর্য্যন্ত সম্পাদিত, এবং তাহারি আকর্ষণ-প্রভাবে পৃথিবী ও চন্দ্রের ন্যায় কত গ্রহ-উপগ্রহ-সম্পন্ন সৌরজগতের শৃঙ্খলা সুরক্ষিত।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন জাতিই কোন না কোন এক সময়ে এই সূর্য্যকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা জ্ঞানে পূজা করিত। আদিম অজ্ঞান মনুষ্যগণ এই অসীম-প্রভাশালী সূর্য্যের গূঢ় রহস্য ভেদে অক্ষম হইয়া ভয়-বিস্মিত চিত্তে যে তাহাকে পূজা করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে আমাদের হৃদয় একদিকে সেই অন্ধ ভয় বিস্ময়ের ভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক দিকে এই সূর্য্যকে সেই জ্যোতির জ্যোতি অনাদি কারণের মহিমা রূপে দেখিয়া উত্তরোত্তর আরো বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেছে।

সূর্য্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান আমাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করে তাহার স্থূল মর্ম্মের সংক্ষেপ আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান, জ্যোতির্ম্ময় এই বিশাল সূর্য্য আমাদের নিকট একটি অনতি বৃহৎ গোলক রূপে প্রতিভাত হয়; বস্তুতঃ আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ১৫

লক্ষ পৃথিবী একত্র মিশাইলে তবে সূর্য্যতুল্য বৃহদায়তন একটি গোলক হইতে পারে। সূর্য্য আমাদের নিকট হইতে প্রভূত দূরে অবস্থিত বলিয়াই প্রকাণ্ড সূর্য্যকে আমরা ওরূপ ক্ষুদ্র দেখি। সূর্য্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে প্রায় ৪৫৫ লক্ষ ক্রোশ।

সূর্য্যের অভ্যন্তর।

সূর্য্যের অভ্যন্তর প্রায় চারি লক্ষ ত্রিশ হাজার ক্রোশ গভীর। এই অভ্যন্তর দেশ তরলও নহে, কঠিনও নহে, ইহা বাষ্পময়। আমাদের সূর্য্য একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। ইহার অভ্যন্তর দেশে চাপেরও যেমন আধিক্য, উত্তাপেরও তেমনি প্রাচুর্য্য, চাপ ইহাকে তরল করিয়া ফেলিতে উদ্যত, উত্তাপ ইহাকে বাষ্পাকারে রাখিতে সচেষ্ট, এতদুভয়ের পরস্পর কার্য্য দ্বারা এ স্থল যেরূপ ঘন বাষ্পাকার অবস্থায় রক্ষিত তাহাতে কোন প্রকার রাসায়ণিক কার্য্য হওয়া অসম্ভব। এই অভ্যন্তর দেশই সূর্য্যলোকের মর্ম্মস্থান। ইহার বাষ্পীয়ত্বই সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হইবার কারণ দর্শাইতে সক্ষম।

সূর্য্যের আলোকমণ্ডল।

আমরা স্বভাবত সূর্য্যের জ্বলন্ত উজ্জ্বল যে গোলাকার অংশ চক্ষে প্রত্যহ দেখিতে পাই তাহাই উপরোক্ত অভ্যন্তরের আবরণ স্বরূপ। এই স্থান হইতে আমরা প্রধানতঃ আলোক ও উত্তাপ পাই বলিয়া ইহার নাম আলোকমণ্ডল (Photosphere)। ইহার আলোক-প্রভাব অনির্ব্বচনীয়। প্রাচীন লোকেরা যখন অন্ধভাবে বলিতেন, সূর্য্য আগ্নেয়-পদার্থ-পরিপূর্ণ, তখন তাঁহারা সূর্য্যের যথার্থ উজ্জ্বলতা ও উত্তাপ-প্রভাব বুঝিতে পারিতেন না। আমরা যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পাই, তাহা সূর্য্য কর্ত্তৃক শূন্যে বিক্ষিপ্ত উত্তাপের ২০ সহস্র লক্ষ ভাগেরও ১ ভাগ নহে, অথচ ইহাই আমাদের নিকট অপরিমিত বলিয়া মনে হয়। বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পুইয়ে, এবং সর জন হার্‌শেলের মতে আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই তাহাতে পৃথিবীর বাষ্পাবরণ না থাকিলে এক-শত ঘন ফুটেরও অধিক পরিমাণ বরফ প্রতি বৎসর গলান যাইত। প্রক্‌টার বলেন প্রতিদিন আমরা যে পরিমাণে সূর্য্যোত্তাপ পাই, সেই ২৪ ঘণ্টার উত্তাপকে একত্র করিলেই ৫২০ হস্ত গভীর পৃথিবী-ব্যাপী সমুদ্রকে তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি * হইতে ১০০ ডিগ্রি † পর্য্যন্ত উঠান যায়, এবং প্রতি সেকেণ্ডের সূর্য্যোত্তাপকে একত্রীভূত করিলে ৯৭৫ লক্ষ ঘন-ক্রোশ-ব্যাপী নীহার-শীতল জলকে ফুটান যাইতে পারে। সূর্য্য-বিক্ষিপ্ত উত্তাপের পরিমাণ হইতে সূর্য্যের উষ্ণতা ‡ গণনা করিবার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার শেকি বলেন সূর্য্যের উষ্ণতা বহু লক্ষ ডিগ্রি, কিন্তু দুলঁ ও পেতির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলোকমণ্ডলের উষ্ণতা লৌহাদি গলাইবার অগ্নিকুণ্ড হইতে অধিক নহে, তবে সূর্য্যের অভ্যন্তরের উষ্ণতা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক।

আলোকমণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন ইহা কঠিন, কেহ বলেন ইহা বাষ্পময়, আবার কাহারো মতে ইহা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

* নীহার শীতল-জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রি।

† ফুটন্ত জলের উষ্ণতার পরিমাণ তাপমান যন্ত্রের ১০০ ডিগ্রি।

‡ কোন বস্তুর অন্তরস্থ উত্তাপের যে অংশ চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের উপর কার্য্য করিতে পারে তাহাই সে বস্তুর উষ্ণতা Temperature.

যাঁহাদের মতে আলোকমণ্ডল সূর্য্যাভ্যন্তরের কঠিন আবরণ তাঁহারা বলেন, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় আলোকমণ্ডল-নির্গত আলোকের প্রকৃতি বাষ্পবিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; কঠিন ব্যতীত বাষ্পীয়াবস্থাপন্ন পদার্থ হইতে এরূপ উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু ইহার প্রতিবাদীগণ বলেন আলোকমণ্ডল কঠিন হইলে আলোকমণ্ডলস্থ কলঙ্কের এরূপ ঘন ঘন আকার পরিবর্ত্তন হইত না; ইহা প্রকৃত পক্ষে বাষ্পময় তবে প্রভূত চাপ-প্রভাবেই বাষ্প-নির্ম্মিত আলোকমণ্ডলের আলোক কঠিন-পদার্থ-নির্গত আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই, সূর্য্যে অনবরত যেরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রব চলিতেছে, তাহাতে বাষ্পময় হইলে আলোকমণ্ডলের কায়া কখনো সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে ইহার প্রান্ত দেশ এই উৎপাতে প্রায় সর্ব্বদাই ক্ষত বিক্ষত আকার ধারণ করিত। পরে দেখা যাইবে আলোকমণ্ডলের উপরিস্থ সূর্য্যের বাষ্পাবরণ-প্রান্ত এইরূপ কারণে সর্ব্বত্র সমান নহে।

আলোকমণ্ডল কঠিন কিম্বা বাষ্পময় হইলে ইহার দৃশ্যমান অবস্থার কারণ বুঝা যায় না দেখিয়া কেহ কেহ বলেন ইহা কঠিন ও বাষ্পের মধ্যবর্ত্তী; ইহা অনেকটা মেঘের ন্যায়। মেঘে যেমন জল-কণা ভাসমান, আলোকমণ্ডলের বাষ্পে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ-কণা সকল ভাসমান। সম্পূর্ণ কঠিন-পদার্থ-নির্গত ও এইরূপ বাষ্পোপরি ভাসমান-কঠিন-কণা-সঙ্কুল-বস্তু-বিক্ষিপ্ত আলোকের প্রকৃতি একই রূপ, সুতরাং এই মতটিই বৈজ্ঞানিক জগতে অধিকতর গ্রাহ্য। স্বাভাবিক চক্ষুতে দেখিলে আলোকমণ্ডল সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল একটি গোলক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দূরবীন যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়, এই আলোকমণ্ডলটি একরূপ ভাসমান ধান্যাকৃতি বিন্দুরাশিতে বিচিত্রিত, এবং এই বিচিত্রিত মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে দু-একটি দলবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক বর্ত্তমান।

আলোকমণ্ডলের বিন্দুরাশি।

আলোকমণ্ডলে ভাসমান উপরোক্ত বিন্দুরাশি লইয়া বিজ্ঞান-জগতে নানা তর্ক বিতর্কের পর, অধ্যাপক ল্যাংলির পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রকৃতি একরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। ল্যাংলি বলেন সূর্য্যাভ্যন্তরের পাংশুবর্ণ কায়ার উপরে এক প্রকার অতি লঘু ধাতব মেঘ ভাসিতে থাকে। দূরদর্শী দূরবীন প্রয়োগ করিলে সেই মেঘরাশি আমাদের নিকট এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল-কায় ধান্যাকৃতি বিন্দুরূপে প্রতিভাত হয়, এবং সেই উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকল এক একটি ক্ষুদ্র বিন্দুরূপ ধারণ করে। এই দুই বর্ণের বিন্দুতে মিশিয়া আলোকমণ্ডলের বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। বলা বাহুল্য ধাতব-মেঘ-ময় উজ্জ্বল বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী মেঘহীন স্থান সকলের নিম্নস্থিত কৃষ্ণবর্ণ কায়ার দৃশ্যমান অংশই কৃষ্ণ বিন্দুরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই কৃষ্ণ বিন্দু গুলি প্রকৃত পক্ষে উজ্জ্বল ধান্যাকৃতি বিন্দুর মধ্যস্থিত ছিদ্র, সেই জন্য ইহা ছিদ্র (Pore) নামে অভিহিত।

দূরবীন যন্ত্রের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে আলোকমণ্ডলের কলঙ্কহীন উজ্জ্বল অংশ আমাদের নিকট তিন প্রকার আকার ধারণ করে। অতি সামান্য দূরবীন দিয়া প্রথমে আমরা আলোকমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশে লঘু-শ্বেত মেঘ ভাসমান দেখিতে পাই, তদপেক্ষা দূরদর্শী দূরবীন প্রয়োগ করিলে সেই মেঘই এক একটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল

ধান্যাকৃতি বিন্দুতে পরিণত হয়, এবং সেই মেঘ-ছিদ্র মধ্য হইতে নিম্নের কৃষ্ণবর্ণ অংশ এক একটি কৃষ্ণবিন্দুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর দূরবীনের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করিলে সেই ধান্যাকৃতি উজ্জ্বল মেঘ-বিন্দুমধ্যস্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উজ্জ্বল বিন্দুকণাও দৃষ্টিগোচর হয়।

উপরোক্ত বিন্দুরাশি-বিচিত্রিত আলোক-মণ্ডলের স্থানে স্থানে এক একটি কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ দাগ দেখা যায়, তাহাকেই সৌর কলঙ্ক বলে। বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত শৈশব কালে, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে, জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফেব্রিসস্ প্রথমে সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় সৌর কলঙ্ক দেখিবার জন্য অতি অল্পই পরিশ্রম কিম্বা নিপুণতার আবশ্যক। একটি সামান্য দূরবীনের সাহায্যেই আমরা এই কলঙ্ক স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কলঙ্কের তথ্যানুসন্ধানকারী জ্যোতির্ব্বিদগণ দেখিয়াছেন কলঙ্কগুলির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটি নিয়মিত গতি আছে। সচরাচর একটি কলঙ্ক সূর্য্যের পূর্ব্বপ্রান্তে উদয় হইয়া ক্রমে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ১২।১৩ দিনে সূর্য্যের পশ্চিমপ্রান্তে গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। পরে যদি ইহা একেবারে সূর্য্যে না মিশাইয়া যায় তবে আবার বার তের দিনে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত হয়।

সূর্য্য নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্কময় থাকে না। সূর্য্য কখনো কয়েক মাস, কখনো কয়েক বৎসর, কখনো বা কয়েক দিন মাত্র নিয়মিত রূপে কলঙ্কযুক্ত থাকিয়া আবার কিছুকালের জন্য একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া পড়ে। তবে যতদিন সূর্য্যে কলঙ্ক থাকে ততদিন পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহাদের গতি হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ অনুমান করেন পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার আপন মেরুদণ্ডকে আবর্ত্তন করে, সূর্য্যের নিজ-মেরুদণ্ড-আবর্ত্তন তেমনি ২৫ দিনে সম্পন্ন হয়। সূর্য্য পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া যখন মেরুদণ্ডকে আবর্ত্তন করে তখন আমাদের নিকট কলঙ্কগুলির দৃশ্যতঃ একটি বিপরীত গতি অনুভূত হয়।

সৌর কলঙ্ক।

ক্ষুদ্র দূরবীন দিয়া দেখিলে সৌর কলঙ্ককে যেমন এক একটি সমান কৃষ্ণবর্ণ প্রলেপন মনে হয়, দূরদর্শী দূরবীন দ্বারা সেরূপ মনে হয় না। তখন এক একটি কলঙ্কের আবার দুইটি ভিন্ন অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কলঙ্কের মধ্যভাগ যেরূপ ঘনকৃষ্ণ, তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ অংশ তদপেক্ষা লঘু। কলঙ্কের এই ঘনকৃষ্ণবর্ণ মধ্যভাগকে ছায়া (Umbra) ও চতুস্পার্শ্বস্থ লঘুকৃষ্ণ অংশকে উপছায়া (Penumbra) কহে। কলঙ্করাশির আকার ও গঠন-বিন্যাস সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। ইহারা প্রায়ই দুইটি, কখনো বা দুইটির অধিক একত্রে দলবদ্ধ থাকে, আবার কখনো একটি কলঙ্ক ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই তিনটিতে পরিণত হয়।

সৌর কলঙ্কের যুগান্তর কাল।

সৌর কলঙ্কের সংখ্যা সকল সময় সমান থাকে না। ব্যাপক কালের অনুসন্ধান দ্বারা সূর্য্যকে কখনো অতি-কলঙ্ক কখনো অল্প-কলঙ্ক-ময় থাকিতে দেখা গিয়াছে। দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত সৌর কলঙ্ক সংখ্যায় ও আয়তনে যতদূর বাড়িবার বাড়িয়া ক্রমে আবার কমিতে আরম্ভ করে, কমিতে আরম্ভ করিবার পাঁচ ছয় বৎসর পরে যতদূর কমিবার কমিয়া যায়, আবার ইহার তিন চারি বৎসর পরে অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসে। এখনো এই হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম নিশ্চিত রূপে নিরূপিত হয় নাই, তবে এক-

বার অতি-কলঙ্কের সময় হইতে আবার অতি-কলঙ্কের সময় ফিরিয়া আসিতে প্রায় ১১ বৎসর লাগে। এই ১১ বৎসরের মধ্যে অনেক সময় সূর্য্য একেবারেই নিষ্কলঙ্ক থাকে।

গত শতাব্দীর পরীক্ষা দ্বারা কলঙ্কের যুগ একরূপ নির্ণীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ যুগ-পরিবর্ত্তনের কারণ এখনো নির্দ্ধারিত হয় নাই।

বৃহস্পতি ১১ বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, কলঙ্কেরও ১১ বৎসরে যুগান্তর হয় দেখিয়া প্রথমে অনুমিত হইয়াছিল যে সৌর জগতের এই বৃহত্তম গ্রহের গতিবিধির সহিত সৌর কলঙ্ক উৎপত্তির কোন অজ্ঞাত সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে বাস্তবিক পক্ষে সৌর কলঙ্কের যুগ ঠিক ১১ বৎসরে সম্পন্ন হয় না, কখনো ১০ কখনো সাড়ে ১০ বৎসরেই কলঙ্কের এক একটি যুগ পূর্ণ হয়। কিন্তু বৃহস্পতির সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-সময় ঠিক ১১ বৎসর, সুতরাং বৃহস্পতির গতিবিধির সহিত সৌর কলঙ্কের সম্বন্ধ আছে, এরূপ আর কেহ অনুমান করেন না। সম্ভবতঃ সূর্য্য-মধ্যস্থ কোন অজ্ঞাত শক্তি চালনা দ্বারাই সৌর কলঙ্কের যুগ উৎপন্ন হয়।

ক্রমশঃ

অশোকচরিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অশোকের দেবী নামে আর এক মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে মহেন্দ্র নামা এক তনয় এবং সঙ্ঘমিত্রী নাম্নী এক তনয়ার জন্ম হয়। ইহাঁরা উভয়ে তরুণ বয়সে সিংহল-দ্বীপে যাত্রা করেন এবং তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক তত্রত্য ভূপতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

রাজা অশোক দক্ষিণাপথবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করেন। প্রচারকেরা উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের সহিত দক্ষিণাপথ-প্রদেশে আধিপত্যবিস্তারও অশোকের অভীপ্সিত ছিল। সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের এই একটী মহোপকার। অশোকনৃপতির এই চেষ্টাদর্শনে ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাপথে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-প্রচারে যত্নশীল হইয়া মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কেরল প্রভৃতি প্রদেশে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

অশোক নরপতি ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য-বিস্তার হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মাশোক এবং প্রিয়দর্শী নামে কীর্ত্তিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদাত্মজগণ তদীয় সুবিশাল রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুনাল পঞ্চনদপ্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। ইনি ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রথিত হন। জলোক নামা আর এক পুত্র কাশ্মীররাজ্য গ্রহণ করিলেন। পাটলীপুত্র তাঁহার তৃতীয় পুত্রের শাসনাধীনে রহিল। সংবৎপ্রারম্ভের ২০৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৬৩ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ এবং শাক্যসিংহের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে অর্থাৎ ২৪৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন। অশোক চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তাঁহার পিতা বিন্দুসার ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণমতে অশোকপুত্র সুসপ্ত মগধের রাজা হন।

কাথিবার প্রদেশে গির্ণার পর্ব্বতে, পেশোরসন্নিহিত কপর্দিগিরিতে, উড়িষ্যান্তর্গত ধাউলীতে এবং দিল্লী ও প্রয়াগনগরের লাট অর্থাৎ স্তম্ভসমূহে অশোকবর্দ্ধনের বিস্তর অনুশাসনলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপিতে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত এবং তাঁহার রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালী-সম্পর্কীয় নানা বিষয় উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মানুশাসনের জন্যই তিনি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে দুর্বৃত্ত, নৃশংস, এবং অনুদার ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ হইবার পর তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নবীভাব ধারণ করিল। তিনি সুবৃত্ত, সদাত্মা, এবং উন্নতাশয় হইয়া উঠেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নামে প্রিয়দর্শী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কে তুল্যভাবে দর্শন করিতেন। মনুষ্য এবং পশুজাতির উপকারার্থে অনেকগুলি চিকিৎসালয় ও উদ্যান স্থাপিত হয়। তিনি স্বীয় অনুশাসনপত্র দ্বারা প্রজাদিগকে নীতিমান্ ও ন্যায়বান্ হইতে আদেশ করেন। এই সকল অনুশাসন-পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ প্রতীতি হয় যে, অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশুদ্ধ এবং দোষলেশশূন্য ছিল। অনুশাসনগুলি সাম্য এবং ন্যায়পরতার উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। ইহাদের কতকগুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কতকগুলি রাজ্যশাসন-প্রণালী-বিষয়ক এবং কতকগুলি নিজচরিত্র-সংক্রান্ত। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলির মতে মানবজাতির এক সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম হওয়া উচিত। ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভোগই ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার। জনকজননীর প্রতি ভক্তি, আত্মীয় প্রতিবাসী ও বন্ধুজনের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি, পশুজাতির প্রতি দয়া, ভৃত্যাদি নিকৃষ্ট জনের প্রতি সদাচরণ, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি সম্মান, নিন্দাবাদ ও কুৎসাপরিহার, ক্রোধ লোভ নিষ্করুণতা অমিতব্যয়িতা প্রভৃতির দমন, সদাশয়তা সমদর্শিতা ভূতানুকম্পা প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রবৃত্তিবিধায়ক ভূরি ভূরি উন্নত উপদেশ ধর্ম্মসম্পর্কীয় অনুশাসনাবলীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশোক প্রচারকদিগকে সর্ব্বত্র এই সমস্ত উপদেশ প্রচার করিতে বলিতেন। এই সকল উপদেশ পালন দ্বারা স্বর্গসুখলাভ হয়, এবংবিধ প্রলোভন প্রদর্শিত হইত।

রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় অনুশাসনগুলির তিনটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, আহার বা যজ্ঞের নিমিত্ত জীবহত্যানিষেধ; দ্বিতীয়তঃ, সমুদয় রাষ্ট্র মধ্যে ঔষধশালা ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন; এবং তৃতীয়তঃ, নীতি শিক্ষার প্রবর্ত্তন। অহিংসা ও প্রাণিবর্গের প্রতি কারুণ্য অশোকের অনুশাসন-পত্র নিবহের মূল বিষয়। অশোক প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন এবং তাঁহার হৃদয়কন্দর জন্তুগণের প্রতি দয়ারসে অভিষিক্ত ছিল। পূর্ব্বে তিনি মাংস আহার এবং যাগার্থে পশুবধ করিতেন। তৎকালে তিনি প্রতিদিন ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার মানসিক গতি ও ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। মনুষ্য এবং পশুদিগের ব্যাধি প্রতীকারের জন্য যেমন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি সেই সঙ্গে প্রত্যেক রাজপথে মধ্যে মধ্যে কূপখনন এবং ছায়া-তরু রোপণ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। নীতিশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এবং দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশে কতক-গুলি পুরুষ নিযুক্ত হয়। ইহাদিগের হস্তে অনুসন্ধান এবং শাসনের ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট অনুশাসন দ্বারা অশোক প্রজাদিগকে ধর্ম্মমার্গে আনয়ন করিতে অধিকতর সফল হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত অনুশাসনগুলিতে প্রজাদিগের চিত্ত আশানুরূপ আকৃষ্ট হয় নাই। শেষ অনুশাসন গুলি স্বচরিত্র সম্বন্ধীয়। এই সকল হইতে জানা যায় যে, অশোক মৃগয়া, বৃথাট্যা, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে ভিক্ষাপ্রদান এবং সন্দর্শন করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি আগমবৃদ্ধ, শীলবৃদ্ধ, এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিতেন। তিনি দেশ ও প্রজাগণের অবস্থা পরিদর্শন, নৈতিক নিয়ম প্রচার এবং নৈতিক ব্যবহার প্রচলন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি অন্য ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতেন না। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই তাঁহার সমীপে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং উৎসাহ প্রাপ্ত হইত। সর্ব্বত্রই হিতকর এবং ধর্ম্মানুমোদিত সৎকার্য্য সকল তাঁহার দ্বারা সমাদৃত ও প্রশংসিত হইত। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাশ্রয়ীরাই তাঁহার দানে অধিকৃত ছিল। তিনি বলিতেন ধর্ম্মকার্য্যে দানই প্রকৃত দান এবং ইহা হইতেই প্রকৃত সুখের উদয় হয়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বসময়ে মগধ-সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। অশোকের শাসনকালে সে উন্নতির গতিরোধ হয় নাই, বরং পরিসর-বৃদ্ধি হয়। গুর্জ্জর, কাবুল, কাশ্মীর, প্রয়াগ, দিল্লী, কটক, প্রভৃতি স্থানে স্থানে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার শাসনবশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব, সুখ, ও শান্তি বিরাজিত। চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরল প্রভৃতি (৪) জনপদেও তাঁহার শাসন প্রসারিত হয়। ধর্ম্মের যথেষ্ট অনুশীলন হইত বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। পুরস্কারের আশায় লোকে ধর্ম্মের অনুসরণ এবং শাস্তির আশঙ্কায় পাপের পরিবর্জ্জন করিত।

অশোকের রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে পাটলীপুত্র নগরে বৌদ্ধদিগের তৃতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। ইহাতে একসহস্র যতি উপস্থিত ছিলেন। বিনয় ও অভিধর্ম্মনামক গ্রন্থদ্বয়ের পাঠ হইত, এবং নয় মাস ইহা চলিয়াছিল। ইহাতে যে যতি সভাপতি হইয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় নিরসনের উপায় সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সভাভঙ্গ করেন। এই সমিতির পরেই বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ চতুর্দ্দিকে প্রচারক সকল প্রেষিত হন। দীপবংশের অষ্টম অধ্যায়ে এবং মহাবংশের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাদিগের উল্লেখ আছে। কাশ্মীর এবং গান্ধার দেশে মধ্যান্তিক নামা জনৈক প্রচারক গমন করেন। মহীশ প্রদেশে মহাদেব, বনবাসি দেশে রক্ষিত, অপরান্তক জনপদে ধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, হিমবদঞ্চলে মধ্যিম, যোনলোকে মহারক্ষিত, সুবর্ণভূমিতে সেন ও উত্তর (৫), এবং লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা প্রে-

৪ চোল আধুনিক তাঞ্জোর (Tanjore)। পাণ্ড্য মাদুরা (Madura) এবং টিনেবেলী (Tinnevelly)। সত্যপুত্র নর্ম্মদানদীর দক্ষিণস্থিত সাতপুরা শৈলশ্রেণী অর্থাৎ মহারাজ হোলকারের রাজ্য। কেরল মালাবার উপকূল প্রদেশ।

৫ মহীশ দেশ গোদাবরীনদীর দক্ষিণে স্থিত নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। বনবাসি জনপদ সম্ভবতঃ রাজপুতানার প্রকাণ্ড মরুভূমির প্রান্তদেশ। অপরান্তক পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিমাংশ। যোনলোক বর্ত্তমান ব্যাকট্রিয়া (Bactria)। সুবর্ণভূমি মালেয়া উপদ্বীপ (Malay), অথবা রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূল প্রদেশ।

রিত হন। ইহাঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

অশোক নৃপতির নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। ভারতের ইতিহাস হইতে তাঁহার নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। তিনি যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রভাবে তিনি অমর হইয়া চিরদিন ইতিহাসের বরণীয় থাকিবেন। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

বিবাহ।

গত ১৫ শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থী কন্যার সহিত ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মিত্রের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকুমার মিত্রের শুভ পরিণয় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ এবং কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পাত্রীর বয়স সতর, পাত্রের বয়স আটাইস বৎসর। পাত্রীটি সুশিক্ষিতা ও সুশীলা। পাত্রটি কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও সুধার্ম্মিক। এই বিবাহে কন্যার ইচ্ছাই বলবতী ছিল। শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার সুপাত্র হওয়া প্রযুক্ত শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহে প্রথমাবধি সম্মত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার আদি সমাজ-অবলম্বিত বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন তখন তিনি বিবাহে অসম্মতি দেন। কিন্তু কন্যা বয়স্কা এবং তজ্জন্য ভাল-মন্দ-বিচারে সক্ষমা বিবেচনা করিয়া তিনি এই বিবাহে কন্যার মত জিজ্ঞাসা করেন। কন্যা এই বিবাহে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু নিজ কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক তাঁহার সুখসৌভাগ্যের অন্তরায়স্বরূপ হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া কন্যারই ইচ্ছানুসারে কার্য্য হওয়া শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করেন। বিবাহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়াতে রাজনারায়ণ বাবু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্রাহ্মই উহাতে যোগ দিতে সক্ষম হন নাই। এক্ষণে ঈশ্বর নবদম্পতীকে ধর্ম্মপথে রাখিয়া তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সাধন করুন।

এই বিবাহ প্রসঙ্গে কোন ব্রাহ্ম সুকবি কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছ তার তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে;
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়,
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুঃখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিশায়ে তোমার পায়।

LETTER.

Camden House, Dulwich S. C.
March 15. 1851

My dear Friend,

I am commissioned by the Trustees of the Theistic Church to hand you the enclosed

letter of Secretary and resolution relative to the generous promise of L 50 towards our, Church made by the Adi Brahmo Samaj.

I hope you are well andalso our venerable and kindfriend Rev Debendra Nath Tagore—

Ever mosttruely yours
Charles Voysey.

---

8 Adelptic Terrace. London.
March 9th, 1881

The Theistic church, London

Sir,

At a meeting of the Trustees of the Thiestic Church, held on the 1st instant your kind letter to the Rev Charles Voysey announcing a contribution from the Adi Brahmo Samaj towards the building fund of the Theistic Church, was read and the enclosed resolution was proposed and carried unanimously.

I am instructed to forward to you a copy of the Resolution which I have much pleasure in doing.

I have the honor
to be Sir
yours faithfully
William Pain
Hon. Sec. The
Thiestic Church
Trust

The Rev Raj Narain Bose
The Theistic Church

At a meeting of the Trustees held in London on March 1st 1881, the following resolution was proposed by Mr Richard Fve, seconded by Dr Mathews and carried unanimously.

"That this meeting having read the letter of the Rev Raj Narain Bose to the Rev C. Voysey announcing a Subscription of L 50 from the Adi Brahmo Samaj towards the Theistic Church of England, desire to express their warmest thanks to the Adi Brahmo Samaj for their generous help and for this gratifying token of their heartfelt Sympathy with the Theistic Church in this country.

William Pain
Hon. Sec.
The Theistic Church,
London

পুস্তকদ্বয়ের প্রাপ্তি স্বীকার।

"উদ্ভট চন্দ্রিকা"। "জ্ঞান তত্ত্বদর্শন"। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে উপরি উক্ত দুইখানি পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত পুস্তক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন সঙ্কলিত মূল্য ১ এবং শেষোক্ত খানি সাঞ্চাডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় ঘটক প্রণীত, মূল্য ২ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ৷৵০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক

হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা মাত্র।

আগামী ৬ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৬ই ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকার ও অপরাহ্লে ৫ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীরসিকলাল দত্ত।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩১৬৬।/৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৪২২৲
সমষ্টি	৩৫৮৮।/৫
ব্যয়	৯৫৭৸৵০
স্থিত	২৬৩০।৵৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬৮৵৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় } " প্যারিমোহন রায় }	১০
" মণিলাল মল্লিক	৪
" শ্রীনাথ মিত্র	৩
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
" হরকুমার সরকার	২
" কাশীনাথ দত্ত	২
" কানাইলাল পাইন	২
" ভূমেশচন্দ্র বসু	২
" রাখালরাজ রায়	১
" রসিকলাল রায় } শুভ কর্ম্মের দান }	১
	১
	২৯
	৩২।০
দানাধারে প্রাপ্ত	৬৸৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	
	৬৮৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৬৭(১০
পুস্তকালয় ...	৪৬।/১৫
যন্ত্রালয় ...	৫৭১(৫
গচ্ছিত ...	১১৩৬ ১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন }	২০০০
সমষ্টি	৩১৬৬।/৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৫০৸৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	২৩১।/৫
পুস্তকালয়	৭০। ১৫
যন্ত্রালয়	৩৩৩॥৵১৫
গচ্ছিত	৭১॥৵ ৫
সমষ্টি	৯৫৭৸৵০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।